দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা

বিষয় : দুদকের গণশুনানি (Public Hearing) সম্পর্কিত নীতিমালা।

সূত্র : নথি নং- দুদক/প্রতিরোধ/গণশুনানি/১৪/২০১৪।

০১। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ১৭ (ট) ধারা মোতাবেক দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুদক আইনানুগভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। উক্ত আইনের আলোকে জনগণের জন্য প্রদত্ত সরকারি পরিসেবা দক্ষ ও কার্যকর উপায়ে প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ ও সরকারি কর্মকর্তাগণের মধ্যে সততা ও মূল্যবোধের মান বজায় রাখা ও বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি জেলা এবং উপজেলায় দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহযোগিতায় প্রতি মাসে একটি গণশুনানির (Public Hearing) আয়োজন করা যাবে।

উল্লেখ্য, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি নীতি শাখা থেকে সরকারি দপ্তরে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গত ১ জুন ২০১৪ এর ০৪.০০.০০০০.৫১২.৫১.০০১.১৪.১৫৬ এবং ৫ জুন ২০১৪ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৫২১.৩৫.০০৪.১৪.৫৪৫ স্মারকমূলে সরকারি সকল দপ্তর কর্তৃক গণশুনানি আয়োজনের নিমিত্ত ইতোমধ্যে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

০২। এ গণশুনানি (Public Hearing) দুর্নীতি দমন কমিশনের সংশ্লিষ্ট সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে অথবা সংশ্লিষ্ট যে কোন জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট জেলার দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহায়তায় আয়োজন করা যাবে।

০৩। এ গণশুনানির মূল লক্ষ্য হবে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারের যেসকল সেবা প্রদানকারী কার্যালয় রয়েছে নাগরিক সনদের ভিত্তিতে তাদের সেবার মান উন্নয়ন ও সেবা গ্রহীতার অভিযোগ নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে কার্যকর উপায় উদ্ভাবন এবং তা বাস্তবায়ন।

০৪। জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট দুর্নীতি দমন কমিশনের সংশ্লিষ্ট পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালকগণ আনুষ্ঠানিকভাবে গণশুনানিতে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করতে পারবেন। এছাড়া এরূপ গণশুনানির স্থান ও সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা কামনা করে পত্র প্রেরণ ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে পারবেন।

০৫। এ গণশুনানি (Public Hearing) স্থানীয় গণ্যমান্য সুধীমণ্ডলী, সরকারি সেবা গ্রহীতা, মিডিয়া ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, আইনজীবী, এনজিও এবং অন্যান্য আগ্রহী ব্যক্তিবর্গসহ সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনের সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তা উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে পত্রযোগে ও টেলিফোনে উপস্থিতির আমন্ত্রণ জানাতে পারবেন। এক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাথে পরামর্শ করে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে।

০৬। স্থানীয় সংসদ সদস্য, মেয়র, উপজেলা চেয়ারম্যান, পৌর কমিশনার, ওয়ার্ড কমিশনারসহ সম্মানিত জনপ্রতিনিধির জন্য এ গণশুনানি উন্মুক্ত থাকবে। উক্ত গণশুনানিতে জনপ্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকার সদিচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো যাবে।

০৭। সততা সংঘের সদস্যরা যদি আগ্রহ প্রকাশ করে তবে তারাও উপস্থিত থাকতে পারবে। তাদের উপস্থিতির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও অভিভাবকের সহযোগিতা গ্রহণ করা যাবে।

০৮। এ গণশুনানির (Public Hearing) কার্য পরিধি হবে নিম্নরূপ :

(ক) জেলা/উপজেলা হাসপাতাল, ভূমি অফিস, রেজিস্ট্রেশন অফিসসহ জেলা ও উপজেলার সকল অফিসের সেবার মান ও সেবাগ্রহীতার অভিযোগ শ্রবণ;

(খ) প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে আইনানুগ নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ;

(গ) দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে কার্যকর উপায় উদ্ভাবন ও তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ঘ) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যে সকল সরকারি অফিস রয়েছে, সে সকল অফিসের সেবা গ্রহণের বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগ কোন ব্যক্তি কর্তৃক উত্থাপনের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহণের সময় কোন প্রমাণপত্র থাকলে তা প্রদর্শন করতে হবে।

(ঙ) কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য মিথ্যা, বিরক্তিকর ও মানহানিকর কোন অভিযোগ উপস্থাপন করা যাবে না। মিথ্যা অভিযোগ উপস্থাপন করা হলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

(চ) এ গণশুনানির (Public Hearing) মূল লক্ষ্য জনগণের প্রাপ্ত সেবার মান উন্নয়ন ও দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ। সহজভাবে শুধুমাত্র সেবা গ্রহীতার অভিযোগ ও সেবার মান উন্নয়নের সুপারিশ অত্যন্ত সংক্ষেপে উপস্থাপন করা যাবে।

(ছ) গণশুনানিতে (Public Hearing) দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক কার্যবিবরণী মেট্রিক্স আকারে সংক্ষেপে নিম্নে ছকে লিপিবদ্ধ করবেন।

ক্রমিক নং	অভিযোগকারীর নাম, ঠিকানা ও মোবাইল ফোন নং	অভিযোগের বিবরণ (অতি সংক্ষেপে)	সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম	গৃহীত ব্যবস্থা (সংক্ষেপে)

(জ) দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গণশুনানি (Public Hearing) শেষে লিখিত কার্যবিবরণী স্থানীয় দুর্নীতি দমন কমিশন কার্যালয়ে জমা দিবেন।

(ঝ) দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গণশুনানির (Public Hearing) মূল ভূমিকা পালন করবে। জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার অথবা উপযুক্ত একজন কর্মকর্তা সঞ্চালক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহায়তায় দুর্নীতি দমন কমিশনের স্থানীয় অফিস গণশুনানি (Public Hearing) আয়োজন করার দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

(ঞ) দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয় হতে মাননীয় চেয়ারম্যান, কমিশনার মহোদয়গণ, সচিব এবং মহাপরিচালকের নিম্নে নয় এমন কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট দিনে গণশুনানিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে পারবেন।

(ট) যে সকল অভিযোগকারী শুনানির জন্য উপস্থিত ছিলেন কিন্তু শুনানি দিতে পারেননি, তারা সংশ্লিষ্ট দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির নিকট পরবর্তী সভায় উপস্থিত থাকার আগ্রহ জানিয়ে নাম লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।

(ঠ) সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/স্থানীয় সরকার বিভাগের জেলা/উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত অফিসের সেবা প্রদান সংশ্লিষ্ট অভিযোগ ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার বক্তব্য এ শুনানির কার্যপরিধির আওতা বর্হিভূত থাকবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বিষয়ে কোন প্রকার অভিযোগ থাকলে তা স্থানীয় জেলা প্রশাসকের কাছে বা নিকটস্থ দুর্নীতি দমন কমিশনের সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের অফিসে অভিযোগ দেয়া যেতে পারে এবং সে বিষয়ে পরবর্তী গণশুনানির সময় উপস্থাপন করা যেতে পারে।

(ড) গণশুনানি (Public Hearing) শুরুর পূর্বেই বক্তব্য প্রদানে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ তাদের আগ্রহের বিষয়টি উল্লেখ করে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির নিকট তার নাম রেকর্ড করাবেন। এভাবে যিনি আগে নাম অর্ন্তভুক্ত করাবেন, তিনিই প্রথম বক্তব্য রাখার সুযোগ পাবেন।

(ঢ) সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট উপপরিচালকগণ কর্তৃক দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহায়তায় এ গণশুনানি (Public Hearing) অত্যন্ত সুন্দরভাবে আয়োজন ও সম্পন্ন করার সকল কার্যাদি তাঁর দায়িত্বাধীন অফিসিয়াল কার্য মর্মে গণ্য হবে।

(ণ) এ গণশুনানি (Public Hearing) আয়োজনের জন্য কোন প্রকার আপ্যায়ন ব্যয় করা যাবে না। অনুষ্ঠানস্থল সজ্জিত করা যাবে না। জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের স্থানীয় মিলনায়তন বিনা ভাড়ায় ব্যবহার করা যাবে। তবে গণশুনানির জন্য আলাদা অর্থনৈতিক কোডের মাধ্যমে বাজেট বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

(প) স্থানীয় কার্যালয়ে সেবা দানের ক্ষেত্রে চাহিদার চেয়ে সক্ষমতা কম থাকলে সেসব ক্ষেত্রে সেবা প্রদান পদ্ধতির স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য "আগে আসলে আগে পাবেন" কিংবা "স্বচ্ছ লটারীর" ভিত্তিতে সেবাদান নিশ্চিত করতে হবে। স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

(ফ) স্থানীয় সরকার পরিষদের সেবা প্রদান কিংবা ইউটিলিটি সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কিংবা সরকারের পক্ষ থেকে Social Safety Net এর উপকরণ বিতরণকারী কর্তৃপক্ষের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে "সিটিজেন স্কোর কার্ড" বন্টন নিশ্চিত করতে হবে। উক্ত স্কোর কার্ডে সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সেবার মান ও স্বচ্ছতা সম্পর্কে সেবা গ্রহীতার মূল্যায়ন প্রতিফলনের কলাম থাকবে যা প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর অফিস প্রধানের নিকট দাখিলের ব্যবস্থা থাকবে। উক্ত মূল্যায়নের ভিত্তিতে অফিস প্রধান আইনানুগভাবে বিষয়টি নিষ্পত্তি করবেন।

(ব) প্রতিটি কার্যালয়ের নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজের বিবরণ উল্লেখপূর্বক নিকটস্থ সুবিধাজনক স্থানে জনগণের প্রদর্শনের জন্য একটি সাইনবোর্ড বর্ণিত কার্যাদি সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

০৯। নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ সমাপ্ত করার পর চূড়ান্ত বিল প্রদানের পূর্বে ঐ একই পদ্ধতিতে Public Hearing অনুষ্ঠিত হবে। অতপরঃ Public Hearing অনুষ্ঠিত হয়েছে মর্মে অফিস প্রধানের প্রত্যয়ন পাওয়া গেলে চূড়ান্ত বিল প্রদেয় হবে মর্মে স্থানীয় হিসাব রক্ষণ অফিসে পরিপত্র প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। "গণশুনানির অনুষ্ঠান ব্যাতিরেকে কোনভাবেই চূড়ান্ত বিল প্রদেয় হবে না। এরূপ সার্কুলারের শর্ত ভঙ্গ করা হলে স্থানীয় হিসাব রক্ষণ অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন" মর্মে এরূপ নির্দেশনামূলক সার্কুলার সি এন্ড এজি অফিস হতে জারির লক্ষ্যে কমিশন প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১০। মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রধান Public Hearing নিশ্চিত করার জন্য এবং সরকারি অর্থের প্রতিটি টাকার Value for Money নিশ্চিত হয়েছে কি না তার জন্য দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির গৃহীত উদ্যোগকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৫ জুন ২০১৪ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৫২১.৩৫.০০৪.১৪.৫৪৫ স্মারকের পরিপত্র অনুযায়ী দায়বদ্ধ থাকবেন।

১১। প্রতিটি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবার মান মূল্যায়ন সম্পর্কিত একটি Feedback ফরম সঙ্গে গেঁথে দেবার সংস্কৃতি পর্যায়ক্রমে চালু করতে হবে। সেবা গ্রহীতাকে সেবার মান উন্নত করার ক্ষেত্রে তাদের মূল্যবান মতামত/পরামর্শ দেবার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এ সংস্কৃতি ধীরে ধীরে চালু করার ক্ষেত্রে যেসব প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট গুরুত্ব দিবে, সেসব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দুদক প্রণোদনামূলক ইনসেনটিভ প্রদানের প্রথা ধীরে ধীরে চালু করতে পারবে।

১২। দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির আচরণ বিধিতে থাকবে যে, Public Hearing-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এখানে "Blame Game"-এর মাধ্যমে কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার কোন মানসিকতা থাকবে না এবং;

(১) কাউকে অসম্মান ও অসৌজন্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কোন প্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করা যাবে না।

(২) কোন প্রকার আক্রোশ, পূর্ব শত্রুতার কারণে মিথ্যাভাবে কোন বক্তব্য প্রদান করা যাবে না।

(৩) শুধুমাত্র সরকারি সেবা গ্রহীতার অনুযোগ প্রমাণসহ উপস্থাপিত হবে- যা একজন কমিটির সদস্য লিপিবদ্ধ করবেন।

১৩। গণশুনানির স্থলে একটি অভিযোগ বাক্স সাময়িকভাবে স্থাপন করতে হবে। যাতে, সেবা গ্রহীতার অভিযোগ প্রাথমিক আকারে কোন অভিযোগ বাক্সে জমা প্রদান করতে পারেন ও সেবা গ্রহীতারা কোন ভয়ভীতির সম্মুখীন না হন এবং তাদের গোপনীয়তা বজায় থাকে। এছাড়া, গণশুনানির স্থলে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং গণশুনানির অন্ততঃ দুই দিন পূর্ব থেকে ব্যাপক প্রচার প্রচারণার আয়োজন করতে হবে। গণশুনানি করার অন্ততঃ ১৫ দিন আগে উপজেলা বা জেলা অফিসে গণশুনানির জন্য অভিযোগ বাক্স দেয়া যেতে পারে এবং পরবর্তীতে তা গণশুনানির সময় উপস্থাপন করা যেতে পারে।

১৪। জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মডারেটরের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তিনি অভিযোগসমূহ লিখে নিবেন ও প্রতিকারের উদ্যোগ নিবেন এবং পরবর্তী গণশুনানিতে অবহিত করবেন। অভিযোগ গুরুতর হলে তা লিখিতভাবে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বরাবরে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করবেন। দুর্নীতির কোন বিষয় উদঘাটিত হলে তা স্থানীয় দুর্নীতি দমন কমিশনের অফিসে প্রয়োজনীয় কার্যার্থে সুপারিশসহ প্রেরণ করবেন।

১৫। গণশুনানি প্রতি মাসে/সপ্তাহের সুবিধাজনক সময়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের সম্মুখে অথবা সুবিধাজনক খোলা ময়দানে বা উপজেলা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হতে পারে।

১৬। জেলা কিংবা উপজেলা প্রতিরোধ কমিটির সদস্যগণ এ গণশুনানি আয়োজনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবেন।

১৭। জেলা প্রশাসক ও ক্ষেত্র বিশেষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা দুর্নীতি দমন কমিশনের সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত গণশুনানি আয়োজনের অনুরোধ পত্র প্রাপ্তির পর তা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৫ জুন ২০১৪ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৫২১.৩৫.০০৪.১৪.৫৪৫ স্মারকের গণশুনানি সম্পর্কিত পরিপত্র অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের অফিস প্রধান গণশুনানিতে উত্থাপিত অভিযোগ নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে পারবেন।

১৮। পরিবীক্ষণ কার্যাদি : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি নীতি শাখা থেকে সরকারি দপ্তরে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গত ১ জুন ২০১৪ এর ০৪.০০.০০০০.৫১২.৫১.০০১.১৪.১৫৬ এবং ৫ জুন ২০১৪ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৫২১.৩৫.০০৪.১৪.৫৪৫ স্মারকের বর্ণিত গণশুনানি কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিবীক্ষণ কার্যাদি দুদক কর্তৃক অনুসৃত হতে পারবে।

১৯। মনিটরিং ফরম-

গণশুনানির মনিটরিং ফরম-ক

ক্রমিক নম্বর	সেবা প্রার্থীর নাম ও ঠিকানা	মোবাইল ফোন নম্বর/ ই-মেইল ঠিকানা	সেবা প্রার্থীর স্বাক্ষর/ টিপসহি	শুনানির তারিখ	শুনানির বিষয় (সংক্ষেপে)	সেবা প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারী/শাখার নাম	গৃহীত ব্যবস্থা	নিষ্পত্তির তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

গণশুনানির মনিটরিং ফরম-খ

ক্রমিক নম্বর	বিবেচ্য মাসে মোট কতদিন শুনানি গৃহীত হয়েছে	সেবা প্রত্যাশীর সংখ্যা	কতজনের আবেদন/ অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়েছে	আবেদন/অভিযোগ/ সেবার বিষয়/ ক্ষেত্র (সাধারণভাবে সেবার প্রকৃতি সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে)	গৃহীত ব্যবস্থা (সংক্ষেপে)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

২০। এ গণশুনানি সম্পর্কিত নীতিমালা জারীর দিন থেকে কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য হবে।

কমিশনের আদেশক্রমে

২৫।০১।২০১৬

(ড. মোঃ শামসুল আরেফিন)
মহাপরিচালক (প্রতিরোধ ও গবেষণা)
ফোন : ৯৩৫৮৯৫১
Email : dgprevention@gmail.com

বাঃসঃমুঃ-৪৭৭২কম (সি-১৫)/২০১৫-১৬—২,০০,০০০ বই, ২০১৬।